ইস্টবেঙ্গল সমাচার

নভেম্বর- ডিসেম্বর ২০২৩ ■ দাম - ৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

ইস্টবেঙ্গল মাঠে

কন্যাশ্রী কাপ উদ্বোধন

লাল-হলুদ ক্রিকেট কোচ আব্দুল মুনায়েমকে স্বাগত

সিএসজেসি'র ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে চাঁদের হাট

সূচি

কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধন

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩

অরূপ পাল : ইস্টবেঙ্গল মাঠে কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনে চাঁদের হাট ২-৩

আব্দুল মুনায়েম: ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দল নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছি ৪

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের জার্সি উন্মোচন ৫

সমাচার প্রতিবেদন : পথ শিশুদের বস্ত্র বিতরণ ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের ৫

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল সংবর্ধিত করল রোনাল্ডোনিহকে ৬

পারিজাত মৈত্র : সূর্য চক্রবর্তীর ১২৫তম জন্মদিন পালন ৭

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল নিয়ে মনোময়ের গান প্রকাশ ৭

দেবব্রত সরকার: অরুণ, এতো তাড়া কিসের? ৮

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় : অরুণ সেনগুপ্ত নামের ছোটখাটো, মোটা গোঁফওয়ালা লোকটা আমাদের আশ্বাস ছিল, অক্সিজেন ছিল ৯

সমাচার প্রতিবেদন : শ্রদ্ধায় স্মরণে : বাহাদুরই বটে! ১০

সমাচার প্রতিবেদন : ভারতীয় স্পিনের স্বর্ণযুগের অন্যতম নায়ক বিষাণ সিং বেদি প্রয়াত ১১

সমাচার প্রতিবেদন : আট বার ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পেলেন মেসি ১১

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার স্মৃতিগুলো আমায় পিছু ডাকে ১২-১৩

গৌতম ভট্টাচার্য : মোতেরা স্টেডিয়ামে নেমে এল মারাকানজো ১৪-১৫

কন্যাশ্রী কাপে আবার মুকুট পড়ব

লাল-হলুদ সমর্থকরা

সম্পাদকীয়

প্রথমেই ইস্টবেঙ্গল সমাচারের পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপন দাতা, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়া ও কালীপুজোর প্রীতি শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালোবাসা। আশা করি সব উৎসব সবার ভালো কেটেছে। এবার আমরা আগামী উৎসবের জন্য প্রহর গোনা শুরু করেছি। পুজোর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব কাপ। এবার এককভাবে বিশ্ব কাপ টুর্নামেন্টের আয়োজক ছিল ভারত। ঘরের মাঠে অন্যতম ফেভারিট দল হিসেবে খেলতে নেমেছিল আয়োজক দেশ ভারত। টিম ইন্ডিয়া যে অন্যতম ফেভারিট দল ছিল তা কিন্তু তাদের পারফরম্যান্সে প্রমাণিত। গ্রুপ লিগের ম্যাচ সহ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স দেখে ভারতের একশো চল্লিশ কোটি মানুষ ধন্য ধন্য বলে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। আপামর ভারতীয়দের মুখে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ শামির জয় গান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রশংসায় কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারী পর্যন্ত সবাই। কিন্তু উনিশ নভেম্বর আহমেদাবাদে মোতেরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে সমালোচনার ঝড় চারিদিকে। সোস্যাল মিডিয়াতে বিরাট, রোহিত, শামি, শুভমান গিলের পাশাপাশি সমালোচনা কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়ে। প্রথম দশটি ম্যাচে দুরন্ত জয় পাওয়া টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স ভুলে গিয়ে তাদের আকাশ থেকে হঠাৎই নামিয়ে আনা হল মাটিতে। প্রশ্ন হল, কিন্তু কেন? সবাই ভুলে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রথম দশটি ম্যাচে জয়ের কথা! ম্যাচে হারতেই স্বপ্ন ভঙ্গ। আর স্বপ্ন ভঙ্গ হতেই চারিদিকে সমালোচনার ঝড়। খেলায় হারজিৎ আছে। কেন আমরা জয়ের সময় যেমন ক্রিকেটারদের পাশে থাকি, তেমনই ম্যাচে হারলে থাকি না কেন? জানি এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তবু আপামর ভারতীয়দের কাছে আবেদন রোহিত শর্মাদের পাশে থাকুন, দেখবেন একদিন রোহিত শর্মার আধিনায়কত্বে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সত্যি, ভারত বিশ্ব কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার জন্য আমরা সবাই দুঃখিত। এই দুঃখ সত্যি ভোলার নয়। ভারতের হারে দুঃখ পাওয়ার পাশাপাশি আমরা লাল-হলুদ সদস্য, সমর্থক ও কর্তারা দুঃখিত আরও দু'জন প্রিয় মানুষের জন্য। একজন হলেন ভারতীয় দলের অন্যতম লেগ স্পিনার তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বিষাণ সিং বেদি। আর অন্য জন হলেন আমাদের অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবার প্রিয় মাঠ কর্মী নমোরাজ ধামালা। ময়দানে যিনি পরিচিত বাহাদুর নামে। নবমীর নিশিতে প্রয়াত হয়েছেন বেদি, আর নয় নভেম্বর রাতে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন লাল-হলুদের সবার প্রিয় মাঠ কর্মী বাহাদুর। কবির ভাষায় বলি, কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি। প্রয়াত হলেও বাহাদুর তুমি আমাদের হৃদ মাঝারে ছিলে, আছে এবং থাকবে। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ কখন ভোলার নয়। ঘুমের দেশে শান্তিতে ঘুমোয় বাহাদুর।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে জুন মাস থেকে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা করা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল লাইব্রেরি ও আর্কাইভ খোলা থাকবে প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ। মেম্বারর্স লাউন্স খোলার সময় দুপুর ১২টা। প্রতিদিন খোলা থাকবে সবার জন্য।

ইস্টবেঙ্গল মাঠে কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনে চাঁদের হাট

অরূপ পাল, যুগ্ম সম্পাদক, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

ইস্টবেঙ্গল মাঠে কন্যাশ্রী কাপে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহিলা ঢাকি দল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন বাংলার মেয়েরা শুধু শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনে এগিয়ে যাক তা কিন্তু নয়। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এসেও নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করে বাংলার মানুষকে গর্বিত করুক। সেই ভাবনাতেই মেয়েরা পড়াশুনোর পাশাপাশি ফুটবল মাঠে খেলতে আসুক। বাংলা থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যাক। এর জন্যই কন্যাশ্রী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য ক্রীড়াদপ্তরের সহযোগিতায় আইএফএ-র পরিচালনায় ২২ নভেম্বর বুধবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে শুরু হল কন্যাশ্রী কাপ টুর্নামেন্ট। এ বছর কন্যাশ্রী কাপ তৃতীয় বছরে পা দিল। প্রথম বছর ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজিত ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয় এসএসবি। দ্বিতীয় বছর কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। জয়সূক গোলটি করেছিলেন সুরঞ্জনা রাউল। গত বছরের মতো এবারও কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে অপ্রতিরোধ্য ইমামি ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মাঠে প্রায় হাজার চারেক দর্শকদের উপস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গল সহজেই ১১-১ গোলে হারায় কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে হ্যাটট্রিক করেন তুলসী হেমব্রম। সুরঞ্জনা রাউল, সোনালি মণ্ডল এবং সার্জিন্দা খাতুন দুটি করে গোল করেন। বাকি দুটি গোল করেন সুস্মিতা বর্ধন এবং সন্ধ্যা মাইতি। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন জ্যোতি কুমারী। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান ইমামি ইস্টবেঙ্গলের সুরঞ্জনা রাউল।

কন্যাশ্রী কাপে বল মেরে উদ্বোধন করছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস।

কন্যাশ্রী কাপের উদ্বোধনে নৃত্য পরিবেশন করছেন বাংলার কন্যারা।

এবার কন্যাশ্রী কাপে অংশগ্রহণ করেছে ১৫টি দল। দুটি বিভাগে ভাগ করে লিগ পদ্ধতিতে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ইমামি ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং রয়েছে গ্রুপ 'এ'তে। গতবারের রানার্স শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব রয়েছে 'বি' গ্রুপে। উদ্বোধনী ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুষ্ঠিত হলেও, ফাইনালের আসর বসবে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। কন্যাশ্রী কাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচে ৬টি তে জয় এবং ১টিতে ড্র করে সুপার সিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ লিগের ৭টি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল করেছে ৪৪টি। সুলঞ্জনা রাউল একাই করেন ১৫টি গোল।

কন্যাশ্রী কাপে উদ্বোধন ম্যাচে ইমামী ইস্টবেঙ্গল।

গোলের পর ইমামী ইস্টবেঙ্গলের দুই মহিলা ফুটবলারের উচ্ছ্বাস।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল তৃতীয় কন্যাশ্রী কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের। নাচ থেকে কুচকাওয়াজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবই ছিল। উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন আই এফএ-র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বান দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, সুফল রঞ্জন গিরি, শুভাশিস সরকার, নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জি, ভারতীয় মহিলা ফুটবলের প্রথম অর্জুন ফুটবলার শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, শুক্লা দত্ত, রত্না নন্দী। হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা বিশেষ সচিব গৌতম বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য

কন্যাশ্রী কাপে হ্যাটট্রিক করছেন ইমামি ইস্টবেঙ্গলের তুলসি হেমব্রম।

দেবব্রত সরকার, মহমেডান সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ, ক্লাব কর্তা কামারউদ্দিন আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, শুধু খেলা নয়, খেলার মধ্যে দিয়ে সম্ভাবনাময় ফুটবলারদের বাছাই করে আনতে হবে। এরজন্য রাজ্য সরকার প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করবে। দায়িত্বভার নেবে রাজ্য সরকার। প্রতিটি পজিশনে চারজন করে ফুটবলারকে বাছাই করতে হবে, এই প্রশিক্ষন শিবিরের জন্য। জঙ্গল মহল থেকে পাহাড়ের মেয়েরাও এখন ফুটবল খেলতে আগ্রহী। সেই জন্যই কন্যাশ্রী কাপ অন্যান্য টুর্নামেন্টের চেয়ে আলাদা। বহু দূর দূরন্ত থেকে মেয়েরা ফুটবল খেলতে মাঠে আসছেন, এটা আমাদের কাছে খুবই ভালো বিষয়। ক্রীড়াঙ্গানে মেয়েরাও যে সেরা পারফরম্যান্স করার চেষ্টা করেছেন। সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের সবাইকে আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলার মেয়েরা এখন ফুটবলেও সেরা পারফরম্যান্স করার জন্য চেষ্টা করছে। এটা আমাদের কাছে আনন্দের খবর। শিক্ষাঙ্গন থেকে ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েরা সেরা খেতাব তুলে আনছেন। এটা বাংলার গর্ব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় চান মেয়েদের আরও বেশি করে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সচিব অনির্বাণ দত্ত কন্যাশ্রী কাপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে কন্যাশ্রী কাপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে ছিল চাঁদের হাট।

অনুষ্ঠানকে জমকালো করতে মহিলা ঢাকি, ব্যান্ড, নৃত্যনাট্য পতাকা উত্তোলন, ১৫টি দলের ফুটবলারদের নিয়ে মার্চ পাস্ট কোনও কিছুই বাদ ছিল না।

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছি

আব্দুল মুনায়েম, ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট কোচ

নতুন মরশুমে জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটাররা।

আমি ইস্টবেঙ্গলে প্রথমবারের জন্য কোচ হয়েছি, এটা আমার একটা বহুদিনের স্বপ্নপূরণ বলা যেতে পারে। আমি ইস্টবেঙ্গলে ৭-৮ বছর খেলেছি, সেই সময়কালে আমার একটা রেকর্ড আছে লীগ ফাইনালে আমরা মোহনবাগানকে ৭৬-এ অল আউট করেছিলাম।খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি মোহনবাগান এবং দীর্ঘদিন ভবানীপুরের কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলেছি। ইস্টবেঙ্গলে প্রথমবারের জন্য কোচ হয়ে এসে আমার খেলোয়াড় জীবনের ওই রেকর্ডটা কিন্তু আমাকে ভীষণভাবে মনে করাচ্ছে, নিজে খেলে যেটা করেছি, কোচ হয়েও সেটা করার নিশ্চয়ই একটা চেষ্টা থাকবে। আমার ইস্টবেঙ্গলের কোচ হয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় 'নিতু'দার নাম। এই মানুষটা যখন আমাকে অফার করলেন, আমি দ্বিতীয়বার আর ভাবিনি, সাথে সাথেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। এতবড় একটা ক্লাবে কোচিং করানোর যুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নিতুদা, সদুদা, মানসদাকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুশীলনে নামার আগে কোচ আব্দুল মুনায়েমের সঙ্গে সাপোর্টিং স্টাফেরা।

বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার চতুর্থীর শুভলগ্নে আমরা আমাদের টিমের প্র্যাক্টিস শুরু করেছি। এ বছর আমরা ২৪টা প্লেয়ার নিয়েছি। যার মধ্যে একদিকে যেমন অভিষেক দাষ, ঋত্বিক চ্যাটার্জি, শ্রেয়ান চক্রবর্তী, অমিতোষ সিং-এর মতো অভিজ্ঞ প্লেয়ার রয়েছে, সেরকম কলকাতা মাঠের বহু প্রতিভাবান প্লেয়ারও রয়েছে। সব মিলিয়ে টিমটা বেশ ব্যালান্সড হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এই টিমটা দেখে আমার পূর্বের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ২০০৭-০৮-এ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বেশ কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে টিম তৈরি করেছিল। আমরা দেখেছিলাম তারা সে সময় কি অসাধারণ পারফরমেন্স করেছিল। এত বছর পর আবার সে রকমই এক ঝাঁক ইয়ং আর ট্যালেন্টেড ছেলেকে এ বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়েছে, আমি আশায় আছি আগামী দিনে তারা এমন কিছু করে দেখাবে যাতে করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেটে আরও নতুন নতুন গর্বের পালক সংযোজিত হবে।

আমাদের মেন্টর সম্বরণ ব্যানার্জি একটা খুব দামি কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন, "ভালো খেল, ট্রফির দিকে তাকিও না। ভালো খেললেই জানবে ট্রফি এমনিতেই আসবে।" আমিও সেটাই বিশ্বাস করি, প্লেয়ারদেরও বুঝিয়েছি, প্রতিটি ম্যাচে নিজেদের একশো শতাংশ দাও, দেখবে জয় ঠিক আসবে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট টিমের একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে। আমি যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলেছি তখন সৌরভ গাঙ্গুলি, স্নেহাশীষ গাঙ্গুলি, অশোক মালহোত্রা, প্রদীপ পাণ্ডে, বরুন বর্মন, সুব্রত পোড়েল, প্রবাল ঘোষ, অশোক ভার্মা, আইবি রায় সহ আরো অনেক বড় বড় খেলোয়াড় এই ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন।

"ইস্টবেঙ্গলে ক্লাব" নামটাই এত বৃহৎ যে, এই নামে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি বা অ্যাথ্‌লেটিক্স, যে খেলাই খেলুক না কেন, এই ক্লাবের কোটি কোটি সমর্থকরা আছেন। আমাদের এই টিম আপনাদের সমর্থন পেলে আরও উদ্বুদ্ধ হবে এবং মাঠে তাদের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেবে বলে আমি আশা রাখি।

একটা বিষয় উল্লেখ্য, সেটা হলো এবারে আমাদের স্পনসর শ্রাচি গ্রুপের মতো একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান, এবারে শ্রাচি গ্রুপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্পনসর হয়ে আসাতে আমাদের ক্রিকেটের পরিকাঠামোগতভাবে অনেকটাই সুবিধা আমরা পাবো বলে আমি মনে করি। শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি নিজেও অসম্ভব ক্রিকেট প্রেমী মানুষ, শুধু তাই নয় নিজেও এক সময় ক্রিকেট খেলেছেন। কোনো কর্পোরেট সংস্থার খেলা ভালোবাসার মানুষ যদি এগিয়ে আসেন সেটা একটা বাড়তি মনোবল যোগায় টিমের পারফরমেন্সে। রাহুল জি'র ভাবনাতেও রয়েছে আগামী দিনে এখান থেকেই যুব স্তর থেকে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রিকেটার তৈরি করা, যা বাংলা তথা আইপিএল-র দলগুলোতে নিজেদের সুযোগ করে নিতে পারবে ও ক্রিকেটে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। আমি ধন্যবাদ জানাই রাহুল জি-কে, তার এই ভাবনার জন্য।

পরিশেষে বলি, আপনারা টিমের পাশে থাকুন, এ বছর টিমের খেলোয়াড়েরা তাদের সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর।

অনুলিখন : পারিজাত মৈত্র

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের জার্সি উন্মোচন

নতুন মরশুমের জার্সি কোচ আব্দুল মুনায়েম ও ক্রিকেটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার। রয়েছেন কার্যকরি কমিটির দুই সদস্য সঞ্জীব আচার্য, ঈশান ঝুনঝুন ওয়ালা, স্পনসর শ্রাচি গ্রুপের দুই কর্তা ওমর শেখ, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি।

সমাচার প্রতিবেদন : নতুন ক্রিকেট মরশুমে ইস্টবেঙ্গল দলের জার্সি তুলে দেওয়া হল ক্রিকেটারদের হাতে। ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার ক্লাব তাঁবুতে নতুন মরশুমে জার্সি তুলে দেওয়া হল কোচ আব্দুল মুনায়েম সহ দলের ক্রিকেটারদের হাতে। নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি জুড়ে রয়েছে লাল-হলুদ রঙ। বুকের সামনে লাল-হলুদ থাকলেও হাতায় রয়েছে কালো এবং কলার লাল রঙের। ক্লাবের লোগোর সঙ্গে ক্রিকেট টিমের স্পনসর শ্রাচি গ্রুপের নাম রয়েছে জার্সির সামনে। পিছনে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই জার্সি পড়ে এবার কলকাতা ময়দানে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। গত মরশুমে দ্বি-মুকুট পাওয়ার পর এবারও ঘরোয়া ক্রিকেটে ট্রফি জয়ের লক্ষ্য শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই এবার বেশ শক্তিশালী দল গড়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েকবছর ধরে ভবানীপুর ক্লাবের কোচ হিসেবে সাফল্য পাওয়া আব্দুল মুনায়েম এবার ইস্টবেঙ্গলের কোচের দায়িত্বে। ময়দানের বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলবেন। দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক দাস, সহ অধিনায়ক শ্রেয়ান চক্রবর্তী। মেন্টার হিসেবে রয়েছেন বাংলার রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটারদের হাতে জার্সি তুলে দিতে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরি কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার, সঞ্জীব আচার্য, ঈশানি ঝুনঝুন ওয়ালা দেবদাস সমাজদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রাচি গ্রুপের ওমর শেখ, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি।

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটারদের হাতে নতুন মরশুমের কিটস তুলে দিচ্ছেন কার্যকরি কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার, সঞ্জীব আচার্য।

ইতিমধ্যেই কলকাতা লিগে প্রথম তিনটি ম্যাচে সহজ জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে রয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল।

পথ শিশুদের বস্ত্র বিতরণ ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের

সমাচার প্রতিবেদন : মানুষ মানুষের জন্য একটু সহানুভূতি কি পেতে পারে না, ও বন্ধু। প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার এই জনপ্রিয় গানটিতে অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে পথ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থক বৃন্দ জলপাইগুড়ি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজা। পুজোর এই চারদিন বাঙালি মেতে ওঠে আনন্দে। দুঃখ, কষ্ট ভুলে আপামর বাঙালি মেতে ওঠে দুর্গা পূজা নিয়ে। পুজোয় নতুন জামা কাপড় পরে বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখার রেওয়াজ বাঙালির বহুদিন ধরে। পুজো মানেই নতুন জামা কাপড় চাই-ই। আর পুজোর চারদিন শুধু নতুন জামা কাপড় পরে ঠাকুর দেখাই নয়, সঙ্গে কব্জি ডুবিয়ে ভুড়িভোজ। তবে আর্থিক সমস্যার জন্য অনেকেই পুজোতে নতুন জামা কাপড় কিনতে পারেন না। জীবন যুদ্ধের লড়াই করে যাদের জীবিকা নির্ভর করে তাদের কাছে পুজোয় চাই নতুন জামা কাপড় এক প্রকার বিলাসিতা। এই পথ শিশুদের পাশে পুজোর সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থকবৃন্দ জলপাইগুড়ি তুলে দিল নতুন জামা কাপড়। পুজোর নতুন জামা কাপড় পেয়ে বেজায় খুশি পথ শিশুরা। তখন পথ শিশুদের আনন্দ দেখে উৎসাহিত ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থকবৃন্দ জলপাইগুড়ি। আসলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তা ব্যক্তিরা বরাবরই সমাজ সেবামূলক কাজে জড়িত থাকেন। সেই পথেই হেঁটে ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থকবৃন্দ জলপাইগুড়ি এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলো। আগামী দিনেও তারা পথ শিশুদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সত্যি এভাবে যদি মানুষ মানুষের পাশে থাকে তবে সবার মুখে হাসি ফুটতে পারে।

পথ শিশুদের হাতে বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা।

ইস্টবেঙ্গল সংবির্ধত করল রোনাল্ডিনহোকে

বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা রোনাল্ডিনহোকে উত্তরীয় পড়িয়ে দিচ্ছেন।

ব্রাজিলিয়ান তারকা রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে করমর্দন করছেন ইস্টবেঙ্গল কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।

বাইপাশের ধারে সাততারা হোটেলে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত ও ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের সঙ্গে প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা রোনাল্ডিনহো।

বাইপাশের ধারে এক সাততারা হোটেলে প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা রোনাল্ডিহোকে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি ডঃ প্রণব দাশগুপ্ত, সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

সমাচার প্রতিবেদন :শারদ উৎসবের আমেজে কিছুদিন আগে গা ভাসিয়ে ছিল শহর কলকাতা। আর তারই সঙ্গে মিশেছিল সাম্বার ছন্দ। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার রোনাল্ডিনহো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সময় শহর কলকাতায় এসেছিলেন। শহর কলকাতায় থাকাকালীন ব্রাজিলিয়ান ম্যাজেসিয়ান যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে তাকে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন মানুষ। তিলোত্তমা শহরে এসে ব্রাজিলিয়ান তারকা গিয়েছিলেন কালীঘাটে ক্রীড়াপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রোনাল্ডিনহোকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বল উপহার দিলে রোনাল্ডিনহো জার্সি উপহার দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আসলে এই চর্মগোলকই যে রোনাল্ডিনহোর জীবনের সবকিছু। মুখ্যমন্ত্রী এবং রোনাল্ডিনহো দো ভাষীর মাধ্যমে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার সহ বাকি দুই প্রধানের কর্তারা। রোনাল্ডিনহোর হাতে লাল-হলুদ জার্সি তুলে দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার সহ বাকি দুই প্রধানের কর্তারা। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নয়, ব্রাজিলিয়ান প্রাক্তন সুপারস্টারকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তারা মধ্য কলকাতার এক সাত তারা হোটেলেও সংবর্ধিত করেন। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য রোনাল্ডিনহোকে লাল-হলুদ উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করার পাশাপাশি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষের স্মারক সোনার কয়েন। মধ্য কলকাতার আভিজাত্য হোটেলে ব্রাজিলিয়ান প্রাক্তন সুপারস্টারকে সংবর্ধিত করতে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত, সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি, কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার। দু' হাজার দুই সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রোনাল্ডিনহো। একুশ বছর পরেও তাঁকে নিয়ে যে এমন উন্মাদনা হতে পারে তা বোধহয় ভাবতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান প্রাক্তন ফুটবলারটি। সব মিলিয়ে তিনি এলেন, দেখলেন এবং শহর কলকাতার মনজয় করলেন। ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন এক মুঠো ভালোবাসা। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের তারকা নিজের দেশের কার্নিভালে দেখেছেন বাঁধন ছাড়া উৎসবের মেজাজ। এবার কলকাতায় দেখলেন বাঙালির দুর্গা পুজোর আবেগ, উচ্ছ্বাস উন্মাদনা।

মধ্য কলকাতার আভিজাত্য হোটেলে সংবর্ধিত মঞ্চে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ জমিয়ে আড্ডা মারেন রোনাল্ডিনহো। এমনকি কুয়াদ্রাতের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন ব্রাজিলিয়ান প্রাক্তন ফুটবলারটি। ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে সংবর্ধিত হয়ে আপ্লুত রোনাল্ডিনহো।

সূর্য চক্রবর্তীর ১২৫তম জন্মদিন পালন

পারিজাত মৈত্র, যুগ্ম সম্পাদক, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, কিংবদন্তি খেলোয়াড় সূর্য চক্রবর্তীর ১২৫তম জন্মদিন পালিত হল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুল অফ এক্সিলেন্স এর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের সাথে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঠে। সূর্য চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাঁকে স্মরণ করে কেক কেটে পালন করা হয় এই বিশেষ দিনটি। প্রখ্যাত এই খেলোয়াড়টি খেলতেন রাইট ইনসাইড পজিশনে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী। খেলতেন কবিগুরুর হাতে তৈরি ক্লাব বিশ্বভারতী একাদশে। তারপর স্বয়ং গুরুদেবের নির্দেশে তাঁর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান ১৯২৫ সালে। সেখান থেকে একটানা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি খেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে। মাঝে অবশ্য ১৯২৮ সালে রেলের চাকরির জন্য রেল তাঁকে অন্য ক্লাবের হয়ে খেলতে দেয়নি। ১৯২৭-এ তিনি ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক। ক্লাবের হয়ে কলকাতা লিগে সর্বপ্রথম ৫০টি গোল করার কৃতিত্ব রয়েছে সূর্য চক্রবর্তীর। ১৯২৫-এ কলকাতা লিগে মোহনবাগানের সাথে প্রথম সাক্ষাতে তাদেরকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেওয়া খেলাতেও সূর্য চক্রবর্তীর অনবদ্য ক্রীড়াশৈলীর কথা লেখা রয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাশাপাশি ভারতের হয়েও দীর্ঘদিন কৃতিত্বের সাথে খেলেছিলেন তিনি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সালে ঢাকার বিক্রমপুরে জন্ম এই কিংবদন্তি খেলোয়াড়টি প্রয়াত হয়েছেন কোন্নগরে নবগ্রামের ৩০ মার্চ ১৯৭২ সালে।

কেক কেটে ইস্টবেঙ্গলের প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার সূর্য চক্রবর্তীর ১২৫তম জন্মদিন পালন করছেন লাল-হলুদের খুদে ফুটবলাররা।

ইস্টবেঙ্গল নিয়ে মনোময়ের গান প্রকাশ

সমাচার প্রতিবেদন : গোটা পরিবার পড়শি পাড়া ক্লাবের সমর্থক। সেই পরিবারের ছেলে পুরোপুরি ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থক। ভাবা যায়! আর যিনি পরিবারের একমাত্র ইস্টবেঙ্গল সমর্থক, তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষ নন। তিনি হলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য। সঙ্গীত জীবনে ব্যস্ত থাকলেও, ইস্টবেঙ্গল খেলা থাকলে মাঠে হাজির হবেনই মনোময়। এমন কী গানের অনুষ্ঠান থাকলেও, মন পড়ে থাকে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের রেজাল্ট জানার জন্য। তাই বলা যেতে পারে পরিবারের সদস্যরা পড়শিপাড়া ক্লাবের সমর্থক হলেও, গায়ক মনোময় ভট্টাচার্যর হৃদয় জুড়ে রয়েছে শুধু ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েক বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার পর এবার প্রিয় দলকে নিয়ে গান গেয়ে ফেললেন মনোময়। সঙ্গে তাঁর ছেলে আকাশ ভট্টাচার্য। আকাশ শুধু গান গাওয়া নয়, লিখেছেন এবং সুরও দিয়েছেন। গর্ব করে বল আমার ইস্টবেঙ্গল'— গানটি মনোময়, আকাশ এবং অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাব '**রেড অ্যান্ড গোল্ড লেগাসি**' উৎসর্গ করেছে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবকে।

ইস্টবেঙ্গল নিয়ে নিজের গানের সিডি প্রকাশ অনুষ্ঠানে সংগীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, তাঁর পুত্র আকাশ ভট্টাচার্য, আইএফএ-র সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই থিম সঙ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে দক্ষিণ কলকাতায় মনিকা কমিউনিটি হলে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে হাজির ছিলেন গায়ক মনোময় ভট্টাচার্য, আকাশ ভট্টাচার্য, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট যুব ফুটবল কোচ অমিয় ঘোষ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থিম সং গাওয়া প্রসঙ্গে মনোময় বলেন, বহুদিন ধরে ইচ্ছে ছিল আমার প্রিয় দলকে নিয়ে একটি গান গাওয়ার। এবার আমার ছেলে কাজটা করে দিল। গানটি লেখা, সুর দেওয়ার পাশাপাশি আমার সঙ্গে গলাও মিলিয়েছে আকাশ। ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাব রেড অ্যান্ড গোল্ড লেগাসিকে ধন্যবাদ এমন একটি কাজ করার জন্য। আমি আশাকরি গানটা যখন মাঠে বাজবে, তখন ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থকরা সবাই নেচে উঠবে। এই গানের মাধ্যমে আমি আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পুজো দিলাম। রেড অ্যান্ড গোল্ড লেগাসির অন্যতম কর্তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মনোময় দা এই গানটি গাওয়া নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাতে আমরা অভিভূত। আমরা কৃতজ্ঞ দুই শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য ও আকাশ ভট্টাচার্যের কাছে।

প্রয়াত সাংবাদিক অরুণ সেনগুপ্ত

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব আয়োজিত অরুণ সেনগুপ্তর স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন দেবব্রত সরকার।

অরুণ, এতো তাড়া কিসের ?

দেবব্রত সরকার, কার্যকরি কমিটির সদস্য, ইস্টবেঙ্গল

এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবার তাড়া ছিল তোমার? কই, আমাকে বলোনি তো একবারও। প্রায় চার দশকের সম্পর্ক আমাদের। তুমি তোমার পেশায় সবসময় থাকতে স্থির, অবিচল। ময়দানের সমস্ত হাঁড়ির খবর ছিল তোমার নখদর্পণে। তোমার কলমে সময় সময় সেগুলো পরিস্ফুট হতো। একটি মহিরুহ যেমন তার ছায়ায় ছোট গাছগুলোকে রক্ষা করে বড় হতে সাহায্য করে, তুমি ছিলে সেরকমেই একজন। তোমার ছায়ায়, তোমার আদর্শে, তোমার কাজের মধ্যে দিয়েই বহু নব্য সাংবাদিক নিজেদেরকে আজ পরিপূর্ণ করেছে। আমি জানি, এটাতেই তুমি পরিতৃপ্তি পেতে। তুমি ছিলে অজাতশত্রু, মহৎ হৃদয়ের একজন মানুষ।

তোমার মনে আছে, সেই দিনগুলোর কথা, প্রায় যখন দেড়টা থেকে শুরু হতো আমাদের মধ্যে টেলিফোনের কথোপকথন। ময়দানের পুরনো-নতুন গল্পের আড্ডা কখন যে রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যেত আমরা বুঝতেই পারতাম না। কত স্মৃতি, কত কথা মনের ভিতরে ভিড় করে আসছে।

এবছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ১০৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক অরুণ সেনগুপ্তকে প্রয়াত পুষ্পেন সরকার স্মৃতি পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সচিব স্বামী সুবীরানন্দ জি মহারাজ। রয়েছেন ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা, বন্ধন ব্যাঙ্কের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ, লাল-হলুদের প্রাক্তন দুই ফুটবলার শ্যাম থাপা, সমরেশ চৌধুরী, ডিটিডিসি কর্ণধার শুভাশিস চক্রবর্তী।

২০০৫ এ কোন একটি ক্লাবের নির্বাচনে আমার যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব এসেছিলো ডান-বাম উভয় দলের নেতৃত্ব থেকে। আমি তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম এর ভিতরে আমার থাকা উচিত না। তুমিও আমাকে বারবার করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলে। অবশেষে তুমিই কিন্তু জিতেছিলে তোমার কথাতেই যুক্ত হয়েছিলাম-বাকিটা ইতিহাস।

২০১১তে আমাদের ক্লাবের নির্বাচন- সেবার খুব কঠিন লড়াইয়ে মুখোমুখি আমরা। আমার মনে আছে তার আগের দিনের পত্রিকাতে আমাদের কাজের সমালোচনা করে তোমার লেখা। আমি জানতাম, প্রত্যেকের কাজের পরিধি নিজের কাছে-আমার কাজ আমি করবো, তোমার কাজ তুমি করবে। সেখানে কোন সমালোচনা থাকে না। কয়েকদিন পর তুমি নিজেই উত্থাপন করলে, 'কিছু বললে না যে?" আমি বলেছিলাম, "আমি জানি আমি কি করছি, আমি সঠিক পথে কাজ করি, তাতে যদি কেউ সমালোচনা করে, প্রত্যুত্তর দিতে নেই, তাতে নিজের কাজের ক্ষতি হয়।" তুমি সেদিন বলেছিলে, "আমি জানি তুমি সমালোচনাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নতুন রাস্তা নেওয়ার কথা ভাবো, তাই তোমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই আমার এই লেখা।

এরকমই অনেক ঘটনার কথা আজ মনে হচ্ছে- লিখতে গেলে পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাবে। এই তো সেদিন, আগস্টে আমাদের ১০৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে তোমাকে আমরা সেরা সাংবাদিকের সম্মানে সম্মানিত করলাম। তুমি সেদিন খুব অসুস্থ ছিলে, আমি জানি, কিন্তু ভালোবাসার টান তোমাকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এসেছিলো।।

বেশ তো ভালো হয়ে যাচ্ছিলে তুমি, হঠাৎ করে কি যে হলো, কেনো এতো তাড়া তোমার। এই বিশ্বজগতে একটাই চিরন্তন নিশ্চিত সত্য-'মৃত্যু'। কিন্তু এই চিরন্তন সত্যটাকে এতো তাড়াতাড়ি তুমি গ্রহণ করবে আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি।

তোমাকে নিয়ে যে এভাবে লিখতে হবে, এটা ভাবিনি কখনো। তুমি যেখানেই থেকো, শান্তিতে থেকো, ভালো থেকো। তোমার এই অকালে চলে যাওয়া ময়দানের ক্রীড়া সাংবাদিক মহলে অপূরণীয় এক শূণ্যতা তৈরি হল। এ সহজে পূরণ হবার নয়।

তোমার শোকস্তব্ধ পরিবারকে সমাবেদনা জানাই, তোমার সাথে যেমন আমরা ছিলাম, তোমার পরিবারের পাশেও আমরা সব সময় থাকবো।

অরুণ সেনগুপ্ত নামের ছোটখাটো, মোটা গোঁফওয়ালা লোকটা আমাদের আশ্বাস ছিল, অক্সিজেন ছিল

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক

প্রয়াত অরুণ সেনগুপ্ত'র সঙ্গে (বাঁদিক থেকে) অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, অমৃতাংশু ভট্টাচার্য, ধীমান সরকার, মানস চক্রবর্তী, সরোজ চক্রবর্তী, অরূপ পাল, পার্থ দত্ত, গৌতম ভট্টাচার্য, ভারতীয় দ্রোণাচার্য কোচ সৈয়াদ নঈমুদ্দিন।

তোমার রন্টু ওখানে, ভোম্বলদা ওখানে, পারথ (পার্থ নয় কিন্তু) ওখানে, তোমার কি আর বেশিদিন অপেক্ষা সহ্য হয়!! তা বলে এত তাড়াতাড়ি অরুনদা!! এই তো এখনও ফোনের হোয়াটস্যাপে জ্বলজ্বল করছে তোমার লেখা, ''আমি ঠিক হবই। গ্যারান্টি। তোরা আছিস তো সঙ্গে।'' তোমার এই আশ্বাস এবার আর মিলল না অরুণদা। অথচ আজকাল স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে টেবিলে চাপড় মেরে এই আশ্বাসটাই ছিল আমাদের মত কিছু জুনিয়র, আনকোরা ছেলের অক্সিজেন। যখন মুষ্টিমেয় কিছু সিনিয়র সাংবাদিক আমাদের মত ফ্রিলান্স করতে আসা শিক্ষানবিশদের দিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা, অবহেলায় আর অসম্মানের সঙ্গে তাকতেন, তখন অরুণ সেনগুপ্ত নামের ছোটখাটো, মোটা গোঁফওয়ালা লোকটা আমাদের আশ্বাস ছিল। অক্সিজেন ছিল। আমাদের সবার। আমার, দুলাল, পিনাকী, অমৃতাংশু, মিতালী, সঙ্গীতা, গৌতম রায়, অগ্নি পাণ্ডে-কত নাম বলব। আমাদের সেই বেড়ে ওঠার সময়টার ছোট ছোট স্বপ্ন, কষ্ট না পাওয়া সবটার মুশকিল আসান ছিল ওই লোকটা। যে আমাদের জন্য লড়ত, অন্যায় দেখলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াত, ভালো স্টোরি হলে গলার জোরে সেটা সবাইকে বলত। মনে হত, আমি নই, বরং ওই যেন তুলে এনেছে সেই খবর। যে লোকটা আমাদের শিখিয়েছিল, টিম কাকে বলে। নিজের স্বার্থের ওপরে উঠে কীভাবে একটা বন্ধনকে শক্ত রাখতে হয়। শুধু কি আজকাল স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের আমরা ক'জনা!! দশ মিনিটের খেল এর শ্যামল কিংবা শিবাজি, প্রতিদিনের অর্ঘ্য, সুগত, সঞ্জয়- এরকম আরও কত। আমার মনে হয়, এরা সবাই কোন না কোন ভাবে অরুণদার কাছে কৃতজ্ঞতার দায়ে আবদ্ধ। কত কত স্মৃতি বলো অরুণদা। আশিয়ান কাপ, বেঙ্গালুরু ফেডারেশন কাপ, বাইচুংয়ের বিয়েতে তিনকিতাম, শিলিগুড়ির বর্ষযাপন -কত কত স্মৃতি। মানুষ চলে যায়, যে স্মৃতিগুলো রেখে যায়, সেটা বোধহয় এই মহাবিশ্বে কোথাও না কোথাও স্টোর হচ্ছেই। সেখানে তুমি থাকলে অরুণদা।

আজকাল ছেড়ে প্রতিদিন স্পোর্টস এডিটরের অফার। টাকা দ্বিগুণ, সম্মান-দায়িত্ব দ্বিগুণ, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছো না। আজকালের সঙ্গে সম্পর্কের আম্বিলিকাল কর্ডটা পারছো না। রাতে ফোন এল। অনেক কথা। তারপর প্রতিদিনে গিয়েও একটা সাকসেসফুল ইনিংস। খেলা পত্রিকার গ্রুপ রিডার থেকে কলকাতার একটা প্রথম শ্রেণির দৈনিকের স্পোর্টস এডিটর। তিন-তিনটে ফুটবল বিশ্বকাপ সশরীরে দেখার আর কভার করার যে জার্নি, সেটার তুলনাও বোধহয় বড্ড কম। সে সব নিয়ে তুমি থেকে গেলে অরুণদা। সাংবাদিক হিসেবে তোমার এই অসাধারণ উত্তরণের চেয়েও বেশি থাকলে নব্বই দশকে সাংবাদিকতা করতে আসা কিছু কুলগোত্রহীন, আনকোরা, স্বপ্ন দেখা ছেলেদের হৃদয়ে।

''সাংবাদিকদের জীবনটা বুঝলি পদ্মপাতায় জল। এই আছে, এই নেই। খবর করতে পারলে, ভালো কাজ করতে পারলে তুই আছিস, না হলে নেই!! তাই কোন কিছুতে ভেসে যাবি না। কাল খবর না থাকলে তুইও মিলিয়ে গেছিস।'' সারা জীবন মেনে চলেছি। কত আমাদের মতই এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসা ছেলেদের তোমার কথাই বলে গেছি। একই কথা। ''সাংবাদিকদের জীবন আসলে পদ্মপাতায় জল...।'' কিন্তু আজ নতুন একটা লাইন শিখিয়ে চলে গেলে অরুণদা। জীবনটাই আসলে পদ্মপাতায় জল!! না হলে সীমাহীন পজিটিভ এনার্জি, বটগাছের মত শাখা প্রশাখা মেলে ধরা লোকটাও এভাবে স্পন্দহীন হয়ে শুয়ে থাকতে পারে। গনগনে চুল্লিতে ঢোকার অপেক্ষা করতে পারে। কবে, কোথায় কোন অপেক্ষা করেছো তুমি!! যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেখানে সব দরজা ভেঙ্গে এনেছো একের পর এক এক্সক্লুসিভ। সেখানে আজ তুমি অপেক্ষায়। আর আমরা স্মৃতিকথা লিখছি!!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাহাদুরই বটে!

ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাহাদুরকে।

প্রিয় ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে বিভিন্ন মুডে সবার প্রিয় বাহাদুর।

সমাচার প্রতিবেদন : নাম্বার নাইন অল ওয়েজ ফাইন। বলা হয়ে থাকে, নয় সংখ্যাটা খুব শুভ। যদিও কথাটা আর যার জন্যই প্রযোজ্য হোক, শতাব্দীপ্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে বোধহয় নয়। অন্তত নাইন নভেম্বর, টু থাউজ্যান্ড থ্রি থেকে তো নয়ই। কারণ, ৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখটা আচম্বিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে একটা কালো দিন হয়ে এল, যেদিনটা কখনও ভোলার নয়! এদিনই আপামর ইস্টবেঙ্গলপ্রেমীদের হতচকিত করে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়েসে প্রয়াত হলেন লাল-হলুদের সবার প্রিয় কর্মী নমোরাজ ধামালা। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ময়দানে যিনি বাহাদুর নামেই বেশি জনপ্রিয় ছিলেন।

১৩ আগস্ট, ২০২৩ ইস্টবেঙ্গল ক্রীড়াদিবসে বিশিষ্ট চিকিৎসককে সংবর্ধিত করছেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন ক্লাবের কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবদাস সমাজদার, সরোজ ভট্টাচার্য ও প্রয়াত নমোরাজ ধামালা (বাহাদুর)।

কুড়ি বছর বয়সে সুদূর নেপালে থাকা সংসারের হাল ধরতে সেই সেখান থেকে কলকাতায় একটা কাজের সন্ধানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বাহাদুরের আসা। পরের দীর্ঘ বাইশ বছর ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নেপালি মানুষটি।

কম কথা বলতেন। সর্বদা হাসি মুখে কাজ করে যাওয়াই একমাত্র কাজ ছিল ইস্টবেঙ্গলের বাহাদুরের। তাঁর অভিধানে 'না' শব্দটা ছিল না বললেই চলে। সত্যি কথা বলতে কী, বাহাদুর ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মুশকিল আসান কর্মী। আপাদমস্তক সৎ। নিজের কাজের মধ্যে দিয়েই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবার প্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিলেন বাহাদুর।

এবারের পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি নেপালে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, কালীপুজোর ছুটি কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাজে ফিরবেন কলকাতায়। কিন্তু এই একবারই কথা রাখলেন না বাহাদুর। 'না' শব্দটা চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাহাদুরের অভিধানে ঢুকে পড়ল।

৯ নভেম্বর, ২০২৩-এর রাতে নেপালেই নিজের বাড়িতে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন বাহাদুর। রেখে গেলেন স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাকে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেও বাহাদুর চিরদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবার হৃদয়মাঝারে থেকে যাবেন শুধুমাত্র তাঁর সুমধুর ব্যবহারের গুণেই। লাল-হলুদের সমস্ত খেলোয়াড়, ক্লাবকর্তাদের পাশাপাশি সমর্থকদেরও প্রিয় পাত্র বাহাদুরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাশপাশি গোটা ময়দান জুড়েই। বাহাদুরের মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না লাল-হলুদের কেউই।

শোকতপ্ত ইস্টবেঙ্গল কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার বলেন, ''ভালো শব্দটার আরেকটা প্রতিশব্দ হল বাহাদুর। প্রিয় বাহাদুর, তোমার পরিবারের পাশে থাকবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ঘুমের দেশে তুমি শান্তিতে ঘুমাও।''

সুদূর নেপালে প্রয়াণ ঘটায় বাহাদুরকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে কলকাতায় ক্লাব তাঁবুতে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন শুরু হওয়ার আগে নীরবতা পালন করে জুনিয়র লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

বাহাদুর আজ নেই। হাজার বার ডাকলেও তাঁর আর সাড়া মিলবে না। তবু কবিগুরুর কথায় বলি, 'কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।'

ভারতীয় স্পিনের স্বর্ণযুগের অন্যতম নায়ক বিষাণ সিং বেদি প্রয়াত

প্রয়াত প্রাক্তন ক্রিকেটার বিষান সিং বেদি।

সমাচার প্রতিবেদন : ভারতীয় স্পিনের স্বর্ণযুগের অন্যতম নায়ক বিষাণ সিং বেদি প্রয়াত হলেন। ২৩ অক্টোবর নবমী পুজোর দিন। এরাপল্লি প্রসন্ন, ভগবৎ চন্দ্রশেখর এবং শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাঘবনের পাশাপাশি তাঁর উপস্থিতি বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের কাঁপুনি ধরিয়ে দিত। কিংবদন্তি বাঁ হাতি স্পিনার বিষাণ সিং বেদির প্রয়াণে তাই শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রীড়া মহলে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ২৩ অক্টোবর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বছর। ৬৭টি টেস্ট বেদি সংগ্রহ করেছেন ২৬৬টি উইকেট। একদিনের ক্রিকেটে দশটি ম্যাচে তিনি সংগ্রহ করেন সাতটি উইকেট। বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এক অনন্য নজির রয়েছে তাঁর। উনিশশো পঁচাত্তর সালে প্রথম বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে হেডিলেতে পূর্ব আফ্রিকার বিপক্ষে বারো ওভার বল করে মাত্র ছয় রানের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছিলেন একটি উইকেট। বারো ওভারের মধ্যে আট ওভার ছিল মেডেন, অর্থাৎ কোনো রান দেননি। বিশ্বকাপে আট ওভার মেডেন ভাবা যায়! আটচল্লিশ বছর ধরে এই রেকর্ড অটুট রয়েছে। আগামী আটচল্লিশ বছরেও বিষাণ সিং বেদির এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শুধু ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার ছিলেন না, দেশের অধিনায়কত্ব করার পাশাপাশি ম্যানেজারের ভূমিকাও পালন করেছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটে বেদিকে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। খেলোয়াড় জীবন থেকে বিতর্ক বেদিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক থাকাকালীন ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরেও এই নিয়ে বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে তাঁর। কিন্তু বেদি তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। বর্তমানে ক্রিকেটাররা যে পরিমাণ টাকা পাচ্ছেন, তার পিছনে প্রয়াত স্পিনার বেদির ভূমিকা অনেকখানি। সেদিন বেদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন বলেই আজ ক্রিকেটাররা কোটি কোটি টাকা পাচ্ছেন। খেলোয়াড় জীবনের পাশাপাশি নির্বাচক এবং কোচ থাকাকালীন ও তাকে ঘিরে কম বিতর্ক হয়নি। যতই তাকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে বিতর্ক সৃষ্টি হোক না কেন প্রথম বিশ্বকাপে পূর্ব আফ্রিকার বিপক্ষে বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য তিনি চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

স্বর্ণ যুগের চার স্পিনার এক ফ্রেমে। ছবির বাঁ দিক থেকে রয়েছেন ভগবৎ চন্দ্র শেখর, প্রয়াত বিষান সিং বেদি এরাপল্লী প্রসন্ন, ভেঙ্কটরাঘবন।

আটবার ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পেলেন মেসি

আটবার ব্যালন ডি ওর পুরস্কার হাতে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

সমাচার প্রতিবেদন : বয়স শুধু যে সংখ্যা মাত্র তা আরও একবার প্রমাণ করলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি। এবার নিয়ে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক নয় নয় করে আটবার ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পেলেন। দু হাজার নয়, দু হাজার দশ, দু হাজার এগারো, দু হাজার বারো। টানা চার বছর ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পেয়ে নজির সৃষ্টি করেন এল এম টেন। এরপর তিনি ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পান দু হাজার পনেরো, দু হাজার উনিশ, দু হাজার একুশের পর এবার দু হাজার তেইশ সালে ব্যালন ডি ওর পুরস্কার জিতে এক অনন্য নজির গড়লেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি। এবার মেসির সঙ্গে ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পাওয়ার লড়াইয়ে ছিলেন আলি হালান্ড এবং ফ্রান্স তারকা কিলিয়ান এমবাপে। হালান্ড ও এমবাপেকে অনেকটা পিছনে ফেলে দু হাজার তেইশ সালের ব্যালন ডি ওর পুরস্কার ছিনিয়ে নিলেন এল এম টেন। দীর্ঘ ৩৬ বছরের অবসান ঘটিয়ে মেসির হাত ধরেই তৃতীয় বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পাশাপাশি সারা টুর্নামেন্টে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। বিশ্বকাপের আসরে সাতটি গোল করার পাশাপাশি তিনি জিতে নেন টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার। বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে থাকার জন্য ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিলেন মেসি। অন্যদিকে ক্লাব ফুটবলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জার্সি গায়ে নরওয়ের ফুটবলার হালান্ড ত্রিমুকুট জেতেন। তিপান্নটি ম্যাচে হালান্ড গোল করেন ৫২টি। মেসি, হালান্ডের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন এমবাপে। বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেও দেশকে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি ক্লাব ফুটবলেও ফর্মে ছিলেন না ফ্রান্স তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাই হালান্ড এবং এমবাপেকে পিছনে ফেলে অষ্টম বার ব্যালন ডি ওর পুরস্কার পেলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার স্মৃতিগুলো আমায় পিছু ডাকে

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধিনায়ক, ইস্টবেঙ্গল

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। বাঙালি হয়ে ফুটবল খেলবো না, তাই কখনও হয় নাকি? তাই খুব ছোট্টবেলা থেকে আর পাঁচটা বাঙালির মতো ফুটবল খেলা নিয়ে মেতেছিলাম। ছোটবেলা থেকেই সাদা-কালো আঁকিবুকি বলটার প্রতি ছিল আমার ভালোবাসা। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই দক্ষিণ কলকাতার লেকের মাঠে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি শুরু হয়ে যেত আমার। বিভিন্ন জায়গায় আন্ডার হাইট টুর্নামেন্ট খেলে নজরে পড়ে যাই বাবু গুহর। লেকের মাঠে এভিনিউ সম্মেলনির হয়ে খেলতে খেলতেই কলকাতা ময়দানে ডাক পাই। ময়দানে আমার আর্বিভাব হোয়াইট বর্ডার ক্লাবের জার্সি গায়ে। দু'বছর হোয়াইট বর্ডারে খেলার পর ৭৪-র মরশুমে আমি সই করি কালীঘাট ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলার জন্য। কালীঘাট ক্লাবে দু' মরশুম খেলার পরই নজরে পড়ে যাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তাদের। ছিয়াত্তরের মরশুমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হই। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামার আগে বাংলার জার্সি গায়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলার পাশাপাশি জুনিয়র ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব রয়েছে আমার। বাংলা তথা জুনিয়র ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও, ৭৬-এ মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জার্সি গায়ে সুযোগ পাব কিনা তা নিয়ে ছিল ঘোর অনিশ্চয়তা। তবু হাল ছাড়তে রাজি ছিলাম না। বরং কোচ অমল দত্তর কাছে কঠোর অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে ছিলাম। এরই মধ্যে পক্সে আক্রান্ত হই। তবু ক্রুক টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে নামার আগের দিন আমার ডাক পড়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তাদের কাছ থেকে। একরাশ আশা নিয়ে ক্রুক টাউন ম্যাচের দিন ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে হাজির হই। কিন্তু রাশিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে আমাকে কোচ অমল দত্ত প্রথম একাদশে না রেখে রাখেন রিজার্ভ বেঞ্চে। ৪৭ বছর আগেকার ঘটনা। তবু মনে আছে সবকিছু ড্রেসিংরুমে নোটিশ বোর্ডে লেখা রয়েছে ক্রুক টাউন ম্যাচে প্রথম একাদশে কারা কারা খেলবেন। না, সে দিন প্রথম একাদশে আমার নাম না দেখে সত্যি বলছি এতটুকু অবাক হইনি। আমি ছিলাম রিজার্ভ বেঞ্চে। বলতে দ্বিধা নেই ইস্টবেঙ্গল দলে ছিলেন তরুণ বসু, সুধীর কর্মকার, অশোক লাল ব্যানার্জী, শ্যামল ঘোষ, গৌতম সরকার, রতন দত্ত, শ্যাম থাপা, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুভাষ ভৌমিক, রণজিৎ মুখার্জি, শুভঙ্কর সান্যালের মতো তারকা ফুটবলাররা। সেদিন আমি না খেললেও কিছুটা হলেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। ক্রুক টাউনের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ শেষ করেছিল ১-১ গোলে। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন শুভঙ্কর সান্যাল। এরপর কলকাতা লিগের ম্যাচ শুরু। ৭৬-র মরশুমে ঘরোয়া লিগে টানা জয়ের ধারা বজায় রেখে টানা সপ্তমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দোরগোড়ার সামনে ইস্টবেঙ্গল।

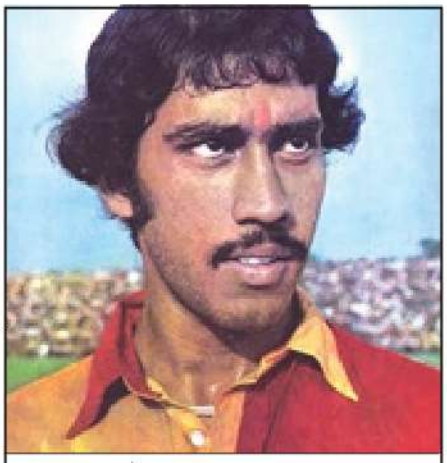

প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এরপর সামনে চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান। সেবার মোহনবাগান বেশ শক্তিশালী দল। লাল-হলুদের ঘরের ছেলে বলে পরিচিত সমরেশ চৌধুরী সেবার ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন মোহনবাগানে। সেবার ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে সই করেছিলাম অনেকটা চাপ নিয়ে। টানা ছয় বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা ছিলেন সমরেশ চৌধুরী। যাঁকে ময়দান চেনে পিন্টু চৌধুরি নামে। সত্যি কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই ছয় বছর পিন্টু দা তাঁর পারফরম্যান্স দেখিয়ে লাল-হলুদ কর্তাদের পাশাপাশি সমর্থকদের নয়নের মণি কোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। সমর্থকরা পিন্টুদার বিকল্প হিসেবে আমাকে মেনে নেবে তা কখনও ভাবনায় ছিল না। সত্যি তো পিন্টুদার কাছে আমি তো নগণ্য ফুটবলার। একবার ভাবুন পিন্টুদার জায়গা আমাকে ভরাট করতে হবে। যাই হোক লিগের প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল দলের জয়ে আমার কিছুটা ভূমিকা ছিল। লিগের প্রথম কয়েকটি ম্যাচের পর লাল-হলুদ সমর্থকরা বলতে লাগলেন, সমরেশ চৌধুরীর বিকল্প আমরা প্রশান্ত ব্যানার্জীকে পেয়ে গেছি। সমর্থকরা আমার প্রতি আস্থা রাখায় নিজের মনোবল বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথম ম্যাচ খেলার পরদিনই আমার চাকরি এফসি আইতে। ২৪ জুলাই ১৯৭৬। ঘরোয়া লিগে ইস্টবেঙ্গল- মোহনবাগান মুখোমুখি। ইডেনে সেই ম্যাচে রতন

বাড়িতে প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে আড্ডার মেজাজে।

দত্তের পরিবর্তে কোচ অমল দত্ত মাঝমাঠে গৌতম সরকারের সঙ্গে মাঠে নামান নবাগত প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ১৭ সেকেন্ডে আকবরের বিতর্কিত গোলে হারলেও ম্যাচের বাকি ৬৯ মিনিট দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলের। গোটা চারেক সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে সেদিন ইস্টবেঙ্গল জিতেই মাঠ ছাড়তে পারত। জীবনের প্রথম বড় ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছি। এটা ভাবতেই ভাল লাগছে। সত্যি কথা বলতে কী ম্যাচটা হারলেও সমর্থকরা ইডেন থেকে সেদিন কাঁধে করে ফুটবলারদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ভালো খেলে হারলেও যে এত সম্মান পাওয়া যায় সেটা সেদিন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলেছিলাম বলে বুঝতে পারছি। রেফারি রত্নাঙ্কুর ঘোষের ভুল সিদ্ধান্তে হেরেও আমরা বীরের সম্মান পেয়েছিলাম। সেই দিনটা কখনও ভোলার নয়, ঠিক তেমনি সেবার ১১ আগস্ট পোর্ট কমিশনার্সের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথম গোল করার প্রসঙ্গটা উঠলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথম তিন বছর খেলার পর ১৯৭৯ এর মরশুমে আমি অধিনায়কত্ব করার দায়িত্ব পাই। তিন বছরে ইস্টবেঙ্গলকে বহু ট্রফি এনে দিলেও অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। এটা আমাকে আজও কষ্ট দেয়।

আসলে সেবার দলে বেশ কিছু সিনিয়র ফুটবলারের পাশাপাশি নেওয়া হয়েছিল ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের। লিগ, শিল্ড টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হওয়ায় ডুরান্ড, রোভার্স কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নেন ক্লাব কর্তারা। দুটি টুর্নামেন্টে তিনজন কোচ নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনজন কোচ ছিলেন অরুণ ঘোষ, থঙ্গরাজ, প্রশান্ত সিনহা। বারবার কোচ পরিবর্তন হওয়ায় টিম স্পিরিট নষ্ট হয়ে যায়। ৮০ সালে দল ছাড়লেও, ৮২'র মরশুমে আবার ইস্টবেঙ্গল ফিরে আসি। এরপর সাত বছর অন্য ক্লাবে খেললেও ৯১-র মরশুমে আবার ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হই। ৯২'র মরশুমে লিগামেন্ট

বাড়িতে ট্রফির সামনে সহ ধর্মিনীর সঙ্গে প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিঁড়ে যাওয়ায় লাল-হলুদ জার্সি গায়ে অবসর নেই। ফুটবল বুট তুলে রাখলেও, আজও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে আমার। দুই ছেলে, পুত্র বধু নাতনি ও স্ত্রীকে নিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে বসবাস করলেও, এখনও মাঠের টানে রোজ সকালে ফুটবল পায়ে মাঠে নেমে পড়ি। আসলে নিজেকে সুস্থ রাখাই লক্ষ্য আমার। সংসারের গুরু দায়িত্ব সামলে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে হয় নানা জায়গায়। এর পাশাপাশি প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। আসলে ইস্টবেঙ্গল কর্তা বিশেষ করে কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য দেবব্রত সরকার অর্থাৎ নীতুর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো আমার। নীতুর নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আমরা যে সম্মান পাই তা অন্য কোথায় পাই না। প্রয়াত সচিব পল্টুদার সঙ্গেও দারুণ সম্পর্ক ছিল আমার। সেই ধারা বজায় রাখছে নীতু। বাংলা তথা ভারতীয় দলে খেলার পাশাপাশি কলকাতা ময়দানে তিন বড় ক্লাবের জার্সি গায়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার বড় ভূমিকা থাকলেও, সেভাবে জোটেনি সম্মান কিংবা স্বীকৃতি। তবু এতটুকু অভিযোগ কিংবা অভিমান নেই আমার। বরং যেটুকু পেয়েছি সেই স্মৃতিটুকু নিয়েই বাকি জীবনটা কাটাতে চাই। খেলা ছেড়েছি প্রায় ৩১ বছর হল। তবু ফুটবল এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আজও আমার ধ্যানজ্ঞান। মাঝেমধ্যে কোচিং করানোর পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নানা কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। সে কারণেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল জীবনের স্মৃতিগুলো আমাকে এখনও ভালো রাখে, ভালো লাগায় ভরিয়ে রাখে। সত্যি বলছি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার স্মৃতিগুলো আজও আমায় যে পিছু ডাকে। **অনুলিখন : অরূপ পাল**

মোতেরা স্টেডিয়ামে নেমে এল মারাকানজো

গৌতম ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক, কলকাতা টিভি

২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের ফাইনালে সেরার সেরা ট্রফি হাতে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের ফাইনালে আমেদাবাদে মোতেরা স্টেডিয়ামের বাইরে ভারতীয় সমর্থকদের ভিড় মাঠে ঢোকার।

ম্যাচ পূর্বাভাস মেলেনি সেটা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে বলি-শতাব্দীর সবচেয়ে জৌলুষভরা বিয়ে বাড়িতে খরচা করে প্লেনের টিকিট ফিকিট কেটে যদি শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরত আসেন তাহলে কেমন লাগবে?

কাপ ফাইনালে হতমান দর্শকদের আপাতত সেই অবস্থা। ক্রোধ নিশ্চয়ই কোনো একটা সময়ে আসবে। আপাতত বিহ্বলতা।

অজান্তেই যেন ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে বিশাল জাতীয়তাবাদী বিস্ফোরণের গর্ভস্থল হতে বসেছিল মোতেরা স্টেডিয়াম। সকাল থেকে স্টেডিয়ামের বাইরে-ভেতরে যা সব কোলাজ তৈরি হচ্ছিল তাকে সত্যি দেখছি কিনা এক একসময় সন্দেহ হচ্ছিল। ফিল্মে সেট তৈরি করে হয়। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে স্বতঃস্ফূর্ত ঘটছে। জাতীয় পতাকার যেন মেলা বসেছে। গোটা মাঠের গেরুয়া গ্যালারিতে নীলরঙা জার্সির ভিড় হয়ে একটা অদ্ভুত কালার কম্বিনেশন। তরুণীরা সেই নীলের সমুদ্রে নাচছে যেন মাঠে ঢোকার আগেই এটা জাতীয়তাবাদী ডিস্কোথেক। মহিলারা খোলা গাড়িতে করে ভিআইপি গেট দিয়ে বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে মাঠে ঢুকছেন। কোরাস চলছে ম্যাচের দু'ঘন্টা আগে থেকেই...ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া! ভারত খেললে বিশ্বের সর্বত্র হয়।

ওয়াংখেড়ে সেমি ফাইনালেও হয়েছে ক'দিন আগে। কিন্তু এই মাত্রায় উগ্র জাতীয়তাবাদ সেখানে প্রকাশ পায়নি। ট্র্যাভিস হেড-লাবুশেন পার্টনারশিপে একশো রান উঠে যাওয়ার পরেও গ্যালারি চিৎকার করে যাচ্ছিল... জিতেগা ভাই জিতেগা। ইন্ডিয়া জিতেগা। টানা দশ ম্যাচে ভারতের দশ জয় যেন দর্শক- আত্মবিশ্বাসকে এমন চূড়োয় তুলে দেয় যে ম্যাচ টিকিটে খেলা দেখতে যাওয়া আজ প্রথম অংশ। আসল হল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে গিয়েছি। খেলাটা জাস্ট শেষ করে কাপটা তুলে নিক। তার সঙ্গে সেলফি তুলে বাড়ি যাব।

প্রধানমন্ত্রী আসবেন। সকাল থেকে অর্ধেক রাস্তাঘাট বন্ধ। সকাল নটার কথা বলছি। অথচ তিনি এলেন রাত নটা নাগাদ। তার চেয়েও আশ্চর্যের নিজের স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র মোদী এলেন কার্যত তাঁর উপস্থিতি নিয়ে কোনও হাঁকডাক হল না। বেশি রাতে তাঁর ট্যুইট দেখলাম টিমের সঙ্গে থাকছেন প্রবলভাবে। কিন্তু কোথাও মনে হয় মাঠের অঙ্গসজ্জা যদি একশো চল্লিশ কোটি মানুষের ভাবনা অনুযায়ী চলত, তাঁকে অনেক সরব ভাবে পাওয়া যেত।

রাজা-প্রজা-মন্ত্রী কেউ আসলে ভাবতে পারেনি একটা নিখুঁত চিত্রনাট্যের পরিণতি অকস্মাৎ বিগড়ে খাদের দিকে এভাবে লাট খেতে পারে। ৪৩ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ২৪০ চেস করে দেওয়ার পর গ্যালারির কোথাও কোনও বিদ্বেষ বা টিমকে গালাগালি চোখে পড়ল না। রোহিত শর্মা তো রানার আপের পুরস্কার নিতে এসে যথেষ্ট হাততালি পেলেন। আসলে এই আবেগটা চৈতন্য সাময়িক অসাড় হয়ে যাওয়ার এবং অবিশ্বাসের। ফাটিয়ে জিতবো জেনে যাচ্ছি। অথচ উপহার হিসেবে এমন একপেশে ফাইনাল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই কঠোর বাস্তবের সঙ্গে মানাতে পারছে না কেউ। চিৎকার করা বা গালাগাল দেওয়ার ক্ষমতাটাও যেন অবশ হয়ে গিয়েছে এমন রূঢ় ট্র্যাজেডিতে। লেসার শো। বায়ুসেনার শো। প্রীতমের গান। লাহোরে দো-র নাচ। সবই তো হল। কিন্তু কাপ যদি না আসে বাকি সব নিরর্থক। স্পোর্টস ইতিহাসে আবেগের মহাশূন্য থেকে সমবেত পাতাল প্রবেশের এমন ভয়ঙ্কর নমুনা একটাই খুঁজে পাচ্ছি। ১৯৫০ সালে মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের বিশ্ব ফুটবল ফাইনালে ১-২ হেরে যাওয়ার। ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে গিয়ে এক লক্ষ তিরাশি হাজার দর্শকের সামনে ব্রাজিল হারে উরুগুয়ের কাছে। সেই ম্যাচে রিও শহরের মেয়র হাফ টাইমে

বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর হতাশ ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলি।

বিশ্বকাপ ফাইনালে গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে ছিল আমেদাবাদে মোতেরা স্টেডিয়াম ।

আগাম পার্টি শুরু করে দেন। গোটা মাঠ যখন আগাম বিজয়োৎসবে মত্ত। খাওয়া দাওয়া, নাচ চলছে। হঠাৎ খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল শোধ হয়। আর শেষের এগারো মিনিট আগে আচমকা গোল খেয়ে যায় পেলের দেশ। আপ্রাণ চেষ্টাতেও সেই গোল শোধ করা যায়নি। ব্রাজিল জুড়ে আজও ট্র্যাজেডি হিসেবে তাদের দেশে জার্মানির কাছে ১-৭ হারার আগে পঞ্চাশের সেই হারকে রাখা হয়। বলা হয়েছিল হিরোশিমার বোমাবর্ষণের চেয়েও অনেক বিধ্বংসী ছিল সেই হার। বাকি জীবন কয়েদির মতো নিজের দেশে কাটিয়েছিলেন ব্রাজিলের গোলকিপার। তাঁকে ব্রাজিলীয়রা আর কখনো ক্ষমা করেনি।

মোতেরা স্টেডিয়ামে লোক তুলনায় কম ছিল। ৯৩ হাজার। কিন্তু তার বাইরের দর্শকের ওপর হারের প্রভাব ধরলে তা মারাকানাও নস্যি। নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে এই হার। টুর্নামেন্টে এত ভালো খেলেও যদি গত দশবছরের নিয়তি আইসিসি টুর্নামেন্টে ব্যর্থতা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে-তাহলে তো আর অদূর ভবিষ্যতেও ট্রফি ঘরে ঢুকবে না।

রাহুল দ্রাবিড় যে শত চেষ্টাতেও কোথাও গিয়ে অর্জুনের ভাগ্য পাবেন না আজ প্রমাণ হয়ে গেল। ভাইস ক্যাপ্টেন হয়ে ২০০৩ সালে রানার আপ। চার বছর বাদে ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রাথমিক পর্বে বিদায়। আর এখানে কোচ হিসেবে ফেভারিট হয়েও জয়ীর মেডেল নিয়ে বাড়ি ফিরতে না পারা। টিমকে নতুনভাবে তৈরি করেও পাথরচাপা কপাল। একটা পর্যায়ের পর আর শচীন বা বিরাট হতে দেয় না।

বললেন কোচ হিসেবে ভবিষ্যৎ ঠিক করেননি। কিন্তু এমন ট্র্যাজিক হারের পর তিনি ছেড়ে দিলে আশ্চর্য হব না।

রিচার্ড কেটেলবোরো টিম ইন্ডিয়ার জন্য সর্বাত্মক অপয়া এই মিথ আজকের পর আরও বাড়ল। ভারতের বিরুদ্ধে পিচ বিকৃত করা নিয়ে এত অভিযোগ। সত্যি যদি তারা রিমোটে আইসিসি কন্ট্রোল করত, তাহলে অন্তত কেটেলবোরোকে নিজেদের নক আউট ম্যাচে আম্পায়ার হতে দিত না।

আসলে দ্রাবিড়ের কপাল। কেটেলবরোর পোস্টিং। আসল কারণ এগুলো নয়। একটাই কারণ কোথাও গিয়ে আধুনিক ভারতের বড় ম্যাচের নার্ভ গণ্ডগোল করছে। এর চেয়ে অনেক উচ্চমানের পন্টিংয়ের টিমকে এগারোর বিশ্বকাপে ভারত হারিয়েছিল। সেখানে একটা যুবরাজ। একটা সেহওয়াগ। একটা গম্ভীর ছিলেন। ধোনি তো বাদ দিলাম। শচীন বাদ দিলাম। টিম ইন্ডিয়ার রোহিত আর বিরাট বাদ দিলে সেই নকআউট নির্ভরযোগ্যতার বারবার খামতি ধরা পড়ছে। ভারতকে যে চোকার বলা শুরু হয়ে গিয়েছে তা গত দশ বছরের ইতিহাস থেকেই। সবাই ভেবেছিল রো-রা জুটি এমন জমে গিয়েছে এবার কালের চাকা ঘুরবেই।

কিন্তু আবার নার্ভ সমস্যা করল। যা সমস্যা করা উচিত ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের। প্যাট ক্যামিন্স তো খেলার পর বললেন,

আমরা কি Nervas ছিলাম না? কিছুটা তো ছিলাম। সকাল থেকে উঠে যেদিকে তাকাচ্ছি দেখছি নীল জার্সি। টেনশন তো হবেই। তফাত হল অস্ট্রেলিয়রা সেই প্রেসারে চোক করা দূরে থাক, নিজেদের আরও বাড়িয়ে নিয়ে যান। ট্রাভিস হেডের ওই রোহিত ক্যাচ চাপে কম্পমান কোনো ক্রিকেটার জীবনে ধরতে পারবে না। শুধু ক্যাচিং দক্ষতায় ওটা হয় না। বুকের পাটা দরকার।

ফাইনালের চাপ যখন শুভমন-সিরাজ-সূর্যকুমারকে চোক করাচ্ছে। তখন তাদের বিপক্ষ হলুদ জার্সি আরও হলুদ শস্য ক্ষেত্র হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বীরোচিত বললে কম বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে খুব ওপরের দিকে থাকবে এই জয়। ছয়বারের জয়ে হয়তো এক বা দুই।

ট্রাভিস হেড আউট হওয়ার পর যখন তাঁর সঙ্গে লাবুশেন মাঠের ধার পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং জড়িয়ে ধরলেন প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচকে। অসামান্য দৃশ্য তৈরি হল। যা বোঝায় কী পরিমাণ চাপ শত্রুসংকুল পরিবেশে কামিন্সদের ওপর ছিল। কিন্তু এজন্যই অস্ট্রেলীয়রা ফাইনাল জেতে। কারণ তাদের ফাইনাল জেতার নার্ভ আছে।

বিরাট কোহলি প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট জেতার ট্রফি নিতে গিয়ে যে ফ্যাকাশে মুখচোখ করে এলেন দ্রুত ওয়ান্ডারার্সের শচীনকে মনে পড়ল। সেবার ফাইনালে হেরেও গ্যারি সোবার্সের কাছ থেকে ট্রফি নিতে শচীন এমনি প্রাণহীন মুখচোখে হেঁটেছিলেন। আর জীবন এমন আশ্চর্য বদলায় যে এদিন শচীন নিজে তুলে দিলেন সেই পুরস্কার!

একটা জিনিসই বদলালো না। কুড়ি বছর আগে অজিদের কাছে ফাইনাল হারের সেই ধারা। বরং শোকের জায়গায় পড়ল নতুন শোকের তরোয়াল। এমনি গভীর মনে হচ্ছে এবারের ক্ষত যে আসছে বছর আবার হবে বলার উপায় নেই।

আগামী চার বছরেও হবে কিনা ঘোরতর সন্দেহ। ম্যাচ প্রেডিকশন যেমন ভুল হয়েছে, এটা হলেও গভীর আনন্দিত হব।

ভয় হচ্ছে এটা বোধহয় মিলবে।

East Bengal

A name
that is dedicated
to a lost
motherland.

And people
who are really winners
- continuing to swear
by a game that is
in their blood.

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Cheering
for East Bengal Club
Since 1960

Resource Indica

SERUM™

One of the largest Path. Lab in India

বিশ্বকাপে কোহলি-বেকহ্যাম মুখোমুখি

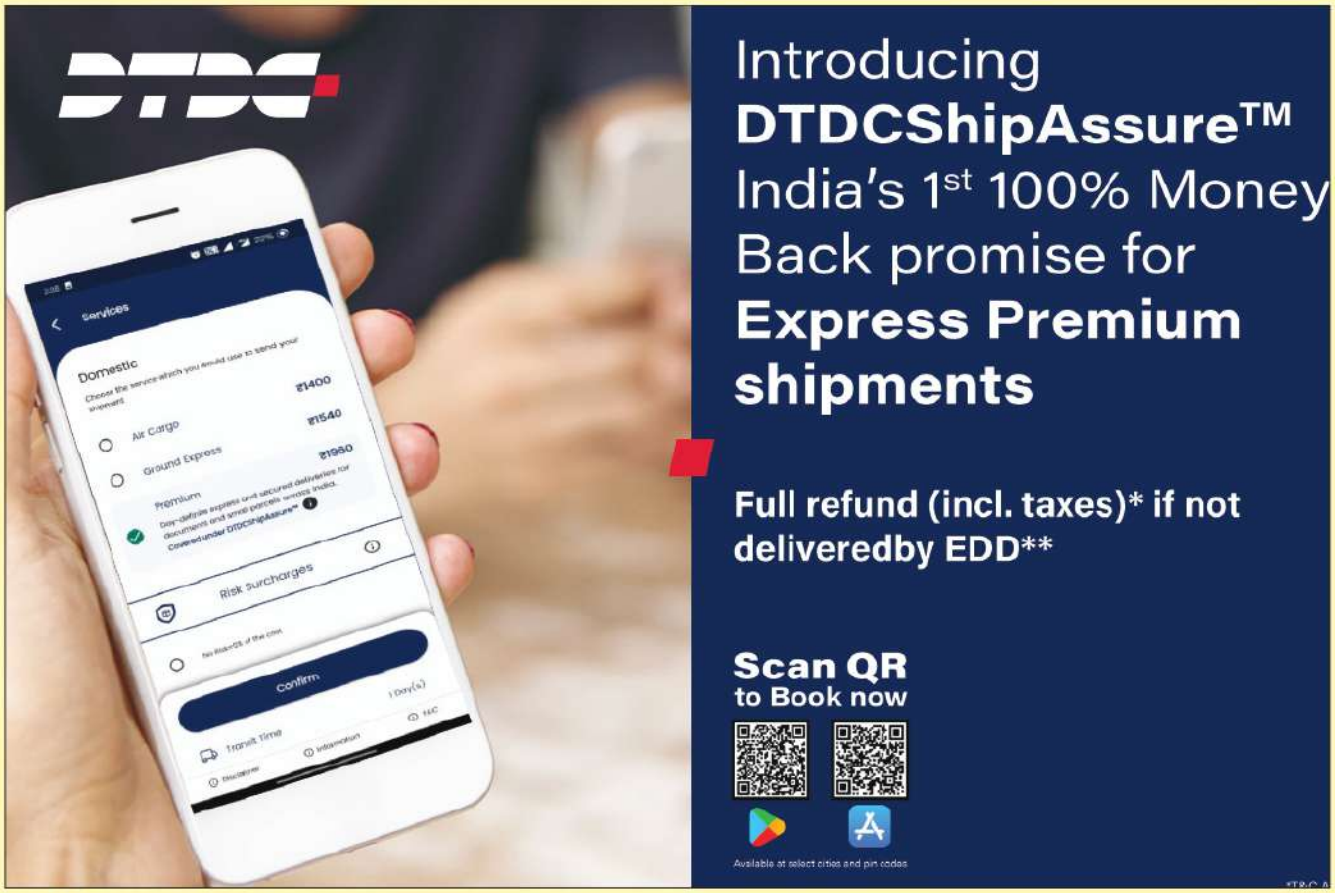

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে **মানিক দাসগুপ্ত** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **কম্পেড** ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২। e-mail:www.eastbengalclub.com